কলকাতা উচ্চ আদালতে

সাংবিধানিক রিট এক্তিয়ার

আপীল বিভাগ

বর্তমানঃ

মাননীয় বিচারপতি কৌশিক চন্দ

ডব্লু . পি . এ . নম্বর ৬১৫৫ ২০২৩ সালের

প্রিন্সিপাল, রাজা নরেন্দ্র লাল খান মহিলাদের কলেজ এবং আরেকজন

বনাম

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

এবং

২০১৯ সালের এবং ডব্লু . পি . এ . নম্বর ৬৭২১

রতান প্যান্ডিট-

বনাম

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

এবং

২০১৯ সালের এবং ডব্লু . পি . এ . নম্বর ২৩৯৮৯

সমীর সামন্ত-

বনাম

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

এবং

২০১৯ সালের এবং ডব্লু . পি . এ . নম্বর ২৪১১০

যমুনা সিং-

বনাম -

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

২০১৯ সালের এবং ডব্লু . পি . এ . নম্বর ২৪১১২

লক্ষ্মী দাস-

বনাম -

পশ্চিম বাংলা এবং অন্যান্য রাজ্য।

এবং

২০১৯ সালের এবং ডব্লু . পি . এ . নম্বর ২৪১১৪

কল্পনা সিং-

বনাম -

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

এবং

২০১৯ সালের এবং ডব্লু . পি . এ . নম্বর ৬৭২২

অনুপ কুমার গোস্বামী-

বনাম -

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

এবং

২০১৯ সালের এবং ডব্লু . পি . এ . নম্বর ৬৭২৩

আপাদেশ সিংহ-

বনাম -

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

এবং

২০১৯ সালের এবং ডব্লু . পি . এ . নম্বর ৬৭২৪

চন্দন জন-

বনাম -

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

এবং

২০১৯ সালের এবং ডব্লু . পি . এ . নম্বর ৬৭২৬

ডেবাসিস পাত্র-

বনাম -

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

এবং

২০১৯ সালের এবং ডব্লু . পি . এ . নম্বর ৬৭২৭

তৃষ্ণা খাটুয়া-

বনাম -

পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য এবং অন্যান্য

আবেদনকারীদের জন্য : '	শ্রীমতী উষা মাইতি, আইনজীবী ,
(২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ. নম্বর ৬১৫৯)	শ্রীমতী অনিতা খাত্রি, আইনজীবী ,
	শ্রী সাক্য মাইতি, আইনজীবী
উত্তরদাতা নং ৬-এর জন্য :	শ্রী উজ্জ্বল রায়, আইনজীবী ,
(২০২৩-এর ডব্লিউ. পি. এ. নম্বর ৬১৫৫)	শ্রী অর্পা চক্রবর্তী, আইনজীবী
আবেদনকারীদের পক্ষে':	শ্রী উজ্জ্বল রায়, আইনজীবী ,
	শ্রী অর্পা চক্রবর্তী, আইনজীবী
কলেজ কর্তৃপক্ষের জন্য : '	শ্রীমতী উষা মাইতি, আইনজীবী ,
	শ্রীমতী অনিতা খাত্রি, আইনজীবী ,
	শ্রী সাক্য মাইতি, আইনজীবী
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য- ,	শ্রীমতী দেবজানি সেনগুপ্ত, আইনজীবী শ্রী অভিজিৎ চ্যাটার্জি, আইনজীবী
শুনানি শেষ হয়েছেঃ	১৭.০৮.২০২৩
বিচারঃ	**৩০.১১.২০২৩**

বিচারপতি কৌশিক চন্দ :-

২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ-তে ৬ নং উত্তরদাতা এবং পূর্বোক্ত অন্যান্য মামলায় আবেদনকারীদের বিভিন্ন গ্রুপ-ডি পদে রাজা নরেন্দ্র লাল খান মহিলা কলেজে গ্রুপ-ডি কর্মী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। এটি তাদের সাধারণ মামলা যে তারা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট পদে নিযুক্ত হয়েছিল এবং তাদের নিয়োগগুলি উক্ত কলেজের পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছিল। তারা বহু বছর ধরে কলেজে গ্রুপ-ডি কর্মী হিসাবে পরিষেবা প্রদান করে আসছে এবং তারা তাদের পরিষেবা নিয়মিতকরণ এবং কলেজের নিয়মিত কর্মী হিসাবে সমান বেতনের জন্য এই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল যারা সমান কাজ করছে। এই রিট পিটিশনগুলি এই আদালতের একটি সমন্বিত বেঞ্চ দ্বারা নিষ্পত্তি করা হয়েছিল, যা পশ্চিমবঙ্গের পাবলিক ইন্সট্রাকশন ডিরেক্টরকে তাদের উপস্থাপনা বিবেচনা করার এবং একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দিয়েছিল।

২. ফলস্বরূপ, পাবলিক ইন্সট্রাকশন ডিরেক্টর বিভিন্ন যুক্তিসঙ্গত আদেশের মাধ্যমে তাদের মামলা প্রত্যাখ্যান করেন। ২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ-তে ৬ নং প্রত্যর্থী রতি কান্ত দাসের ক্ষেত্রে, পাবলিক ইন্সট্রাকশন ডিরেক্টর অবশ্য ২১শে মার্চ, ২০১৮ তারিখের একটি আদেশের মাধ্যমে কলেজকে নির্দেশ দেন যে, তাঁর মামলাটি বিবেচনা করার জন্য, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, নিম্নরূপঃ

> "এই পরিস্থিতিতে, এই বিষয়ে সমস্ত সম্ভাব্যতা বিবেচনা করে, কলেজ কর্তৃপক্ষ মনে করে যে তহবিল ব্যতীত অন্য তহবিল থেকে" সমান কাজের জন্য সমান বেতন "নীতি অনুসরণ করে আবেদনকারীর সমস্ত দায়ভার বহন করবে। সরকারী কর্তৃপক্ষ দ্বারা প্রদত্ত। যে কোনও পরিস্থিতিতে, সরকারী কর্তৃপক্ষ বহন করবে না

উদ্ভূত আবেদনকারীর দায়বদ্ধতার যে কোনও খরচ কলেজ, যেহেতু সরকারি কর্তৃপক্ষের কোনও জ্ঞান নেই।

৩. আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রী উজ্জ্বল রায় বলেন যে, আবেদনকারীদের প্রদত্ত পরিষেবার জন্য অর্থ প্রদানের দায় রাজ্য অস্বীকার করতে পারে না। যে গভর্নিং বডির বৈঠকে আবেদনকারীর নিয়োগ অনুমোদিত হয়েছিল, সেখানে একজন সরকারী মনোনীত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। কলেজের অধ্যক্ষ তার ১লা মার্চ, ২০১১ তারিখের চিঠিতে আবেদনকারীদের অন্তর্ভুক্তির জন্য আবেদনকারী সহ নৈমিত্তিক কর্মচারীদের নাম প্রেরণ করেছিলেন। উক্ত চিঠিতে অধ্যক্ষ পর্যবেক্ষণ করেছেন যে আবেদনকারীরা আসলে কলেজের জন্য অপরিহার্য ছিল এবং সমস্ত আন্তরিকতার সাথে তারা কলেজের সুষ্ঠু পরিচালনা নিশ্চিত করার জন্য কাজ করে যাচ্ছিল। অতএব, রাজ্য আবেদনকারীদের প্রদত্ত পরিষেবাকে উপেক্ষা করতে পারে না যাতে একই ধরনের দায়িত্ব পালনকারী কলেজের নিয়মিত কর্মচারীদের সমান বেতনের জন্য আবেদনকারীদের দাবি অস্বীকার করা যায়। তাঁর জমা দেওয়ার সমর্থনে, শ্রী রায় সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ৫৭ অনুচ্ছেদের উপর নির্ভর করেছেন (২০১৭) ১ এস. সি. সি ১৪৮ (পঞ্জাব রাজ্য বনাম জগজিৎ সিং)।

৪. শ্রী রায় (১৯৯২) ২ এস. সি. সি ২৯ (**কর্ণাটক রাজ্য বেসরকারী কলেজ স্টপ-গ্যাপ লেকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন বনাম কর্ণাটক রাজ্য**)-এ প্রকাশিত রায়ের উপর আরও নির্ভর করে যুক্তি দিয়েছেন যে অনুরূপ পরিস্থিতিতে, সুপ্রিম কোর্ট বেতন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছে, স্থায়ী পদে নিযুক্ত শিক্ষকদের জন্য যা গ্রহণযোগ্য ছিল।

শ্রী রায় আরও বলেছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (কলেজগুলির উপর স্বায়ত্তশাসিত মর্যাদা এবং স্বায়ত্তশাসিত কলেজগুলিতে মান রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা) বিধিমালা, ২০১৮-র বিধিমালা ৩ (৩.৯) অনুসারে, সংশ্লিষ্ট কলেজটি ১১ই অক্টোবর, ২০১৮ থেকে স্বায়ত্তশাসন হারিয়ে ফেলেছে। অতএব, উক্ত কলেজটি আবেদনকারীকে সমানভাবে বেতন দেওয়ার বাধ্যবাধকতার অধীনে রয়েছে এবং কলেজের নিয়মিত কর্মচারীরা একই দায়িত্ব পালন করছে।

৫ . শ্রী রায় বলেন যে, ২০১৮ সালের উপরোক্ত প্রবিধানের প্রবিধান ৮-এ একটি কলেজকে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের মানদণ্ডের বিধান রয়েছে এবং উপ-বিধি ৪-এ পরীক্ষাগারগুলির ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর বিধান রয়েছে যা স্বায়ত্তশাসন অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয়। শ্রী রায় যুক্তি দেখান যে স্বায়ত্তশাসন প্রদানের প্রস্তাবের জন্য নির্ধারিত ফর্মে কলেজ অন্যান্য নিয়মিত অ-শিক্ষক কর্মীদের পাশাপাশি অ-শিক্ষক কর্মী হিসাবে আবেদনকারীদের নাম উল্লেখ করেছে। অতএব, এটি অস্বীকার করা যায় না যে কলেজ আবেদনকারীদের কলেজের অন্যান্য নিয়মিত অ-শিক্ষক কর্মীদের সমতুল্য আচরণ করেছে। রায় দিয়েছেন যে রাজ্য ২৩শে এপ্রিল, ২০১০ তারিখের একটি বিজ্ঞপ্তি নম্বর ২৯৬৬-এফ (পি) দ্বারা নির্দেশ দিয়েছে যে নৈমিত্তিক/দৈনিক রেটযুক্ত শ্রমিকরা যারা সরকারী বিভাগ/অধিদপ্তর/আঞ্চলিক কার্যালয়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে ১লা এপ্রিল, ২০১০ পর্যন্ত কমপক্ষে ১০ বছরের জন্য সংযুক্ত রয়েছেন এবং প্রতি বছর কমপক্ষে ২৪০ দিনের জন্য পরিষেবা প্রদান করেছেন তাদের নির্দিষ্ট আর্থিক সুবিধার অনুমতি দেওয়া হবে। পরবর্তীকালে, সেপ্টেম্বর তারিখের আরও একটি বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৯০০৮-এফ (পি) দ্বারা

২০১১ সালের ১৬ই আগস্ট নির্দেশ দেওয়া হয় যে, সরকারি বিভাগ/অধিদপ্তর/আঞ্চলিক কার্যালয়/অন্যান্য সংস্থার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত নৈমিত্তিক/দৈনিক রেটযুক্ত/চুক্তিভিত্তিক কর্মীরা ২০১১ সালের ১লা আগস্ট পর্যন্ত একটানা কমপক্ষে ১০ বছর ধরে কাজ করবেন এবং প্রতি বছর কমপক্ষে ২৪০ দিন চাকরি করে নির্দিষ্ট কিছু সংশোধিত আর্থিক সুবিধা পাবেন।

৬ . শ্রী রায় বলেন যে, উক্ত আদেশের ১২ নং ধারাটি কার্যকর করার মাধ্যমে উক্ত কার্যালয়ের আদেশের সুবিধা পঞ্চায়েত সংস্থা/ইউএলবি/সংবিধিবদ্ধ সংস্থাগুলিতে পরিবর্তিতভাবে প্রযোজ্য করা হয়েছিল। শ্রী রায়ের মতে, সংশ্লিষ্ট কলেজটি একটি রাজ্য-সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ এবং রাজ্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হওয়ায় এটি একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা এবং তাই ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখের পূর্বোক্ত প্রজ্ঞাপনের আওতায় রয়েছে। শ্রী রায় আরও যুক্তি দেখিয়েছেন যে, পূর্বোক্ত বিজ্ঞপ্তিগুলির সুবিধা পশ্চিমবঙ্গ ইলেকট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের নৈমিত্তিক কর্মচারীদের জন্য ১১ই আগস্ট, ২০২১ তারিখের রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা বিভাগের একটি বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রসারিত করা হয়েছিল। অতএব, একটি সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজে কর্মরত আবেদনকারীদেরও উক্ত বিজ্ঞপ্তির সুবিধা পাওয়া উচিত।

৭ . অন্যদিকে, কলেজের পক্ষে উপস্থিত বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রীমতী ঊষা মাইতি বলেন যে আবেদনকারীদের কোনও অনুমোদিত পদের বিরুদ্ধে নিয়োগ করা হয়নি। তাদের সাময়িকভাবে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়েছিল। আবেদনকারীদের পারিশ্রমিক প্রদানের জন্য কলেজ কোনও অনুদান পায় না। কলেজ তার নিজস্ব তহবিল থেকে প্রদান করে। আবেদনকারীদের মাসিক পারিশ্রমিক। শ্রীমতী মাইতির মতে,

২০১৮ সালে কলেজকে স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হয়েছিল, শুধুমাত্র একাডেমিক উদ্দেশ্যে। স্বায়ত্তশাসিত কলেজ হিসাবে প্রাপ্ত অনুদান কলেজের কোনও কর্মীকে বেতন প্রদানের জন্য ব্যবহার করা যাবে না। (১৯৮৯) ২ এস. সি. সি ২৩৫ (মেওয়া রাম কানোজিয়া বনাম অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস), (২০০৬) ৪ এস. সি. সি আই. এল (সচিব, কর্ণাটক রাজ্য বনাম উমাদেবী (৩) এবং (১৯৮৯) ৪ এস. সি. সি ৪৫৯ (হারবন লাল বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্য)-এ রিপোর্ট করা রায়গুলির উপর নির্ভর করে, শ্রীমতী মাইতি জমা দিয়েছেন যে নৈমিত্তিক এবং দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীদের নিয়মিত বা স্থায়ী সরকারী কর্মসংস্থানের কোনও অধিকার নেই। আবেদনকারীরা তাঁদের নিয়োগ গ্রহণ করেছেন তাঁদের কর্মসংস্থানের প্রকৃতি জেনে এবং সেইজন্য অধিগ্রহণের দাবির জন্য বৈধ প্রত্যাশার নীতি অবলম্বন করা যায় না। শ্রীমতী মাইতি বলেন যে, "সমান কাজের জন্য সমান বেতন"-এর মতবাদ প্রযোজ্য যখন একই পদমর্যাদার কর্মচারীরা, একই কাজ সম্পাদন করে এবং একই দায়িত্ব ও দায়িত্ব পালন করে বেতন স্কেল সম্পর্কিত বিষয়ে সমতা অস্বীকার করা হয়। এই ধরনের ক্ষেত্রে, আদালত স্বস্তি দিতে পারে। এটি বিতর্কিত নয় যে আবেদনকারীদের অনুমোদিত পদগুলির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের অনুমোদন নিয়ে নিয়মিত নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিয়োগ করা হয়নি। আবেদনকারীদের নিয়োগের প্রকৃতি স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে যে আবেদনকারীদের সম্পূর্ণরূপে অস্থায়ী ভিত্তিতে নৈমিত্তিক কর্মচারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল।

৮. আমার অভিমত হল যে যদিও আবেদনকারীরা অনুরূপ প্রদান করতে পারে। কর্তব্য, তারা কলেজের নিয়মিত কর্মচারীদের সাথে সমান বেতন দাবি করতে পারে না

যারা নিয়মিত নিয়োগের নিয়ম অনুসরণ করে রাজ্যের অনুমোদনের সাথে অনুমোদিত পদে নিযুক্ত হয়েছিল।

৯. এটি অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে রাজ্য-সহায়তাপ্রাপ্ত কলেজে কলেজটি নিয়োগকর্তা। রাজ্য কেবল বেতনের জন্য অনুদান প্রদান করে। আবেদনকারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে, রাজ্যের কোনও ভূমিকা ছিল না। কেবলমাত্র যে গভর্নিং বডির বৈঠকে রাজ্যের একজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন যেখানে আবেদনকারীদের নিয়োগ অনুমোদিত হয়েছিল, এটি বলা যায় না যে রাজ্য এবং আবেদনকারী নিয়োগকর্তা-কর্মচারী সম্পর্ক ভাগ করে নিয়েছিলেন। আবেদনকারীরা, অতএব, ২৩শে এপ্রিল, ২০১০ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ২৯৬৬-এফ (পি) বা ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৯০০৮-এফ (পি)-এর সুবিধা দাবি করতে পারবেন না, যা রাজ্যের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত নৈমিত্তিক কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য। আমি আরও মনে করি যে একটি রাজ্য-সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ ১৬ই সেপ্টেম্বর, ২০১১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির ১২ নং ধারায় উল্লিখিত বিধিবদ্ধ সংস্থাগুলির আওতায় আসে না। আবেদনকারীরা, অধিকারের বিষয় হিসাবে, রাষ্ট্রীয় কোষাগারের ব্যয়ে বেতনে সমতা দাবি করতে পারবেন না, যখন রাজ্য পদগুলি অনুমোদন করেনি বা তাদের নিয়োগ অনুমোদন করেনি।

১০. প্রকৃতপক্ষে, (১ ৯ ৮ ৯) ৪ এস সি সি ৪ ৫ ৯ (হার্বান্স লাল বনাম হিমাচল প্রদেশ রাজ্য) এ উল্লিখিত রায়ের নং ১ ১ অনুচ্ছেদ আইনগত অবস্থানকে স্পষ্ট করে। উল্লিখিত রায়ে এটি নিম্নরূপ অনুষ্ঠিত হয়েছিল:

> "১১... যে বৈষম্যের অভিযোগ করা হয়েছে তা অবশ্যই হতে হবে। একই ব্যবস্থাপনার মালিকানাধীন একই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে। বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার অন্যান্য 'প্রতিষ্ঠান'-এর সাথে তুলনা করা যাবে না

> এমনকি একই কর্তার মালিকানাধীন এমনকি বিভিন্ন ভৌগলিক অবস্থানের প্রতিষ্ঠানগুলিতেও। যদি না এটি দেখানো হয় যে একই প্রতিষ্ঠানের একই কর্তার দ্বারা একই কর্মচারীদের মধ্যে বৈষম্য রয়েছে, তবে "সমান কাজের জন্য সমান বেতন" নীতি প্রয়োগ করা যাবে না। এটি মেভা রাম কানোজিয়াভেও প্রকাশিত মতামত ছিল। এইমস * ° (এসসিসি পৃষ্ঠা ২৪৫)। তাত্ক্ষণিক ক্ষেত্রে, আবেদনকারীরা কোম্পানি আইনের অধীনে অন্তর্ভুক্ত একটি সংস্থা দ্বারা নিযুক্ত হন। তারা সরকারী চাকরিতে তাদের সমকক্ষদের প্রদেয় মজুরি দাবি করতে পারবেন না।

১১. সমান কাজের জন্য সমান বেতনের নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও নিয়োগের পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। **(২০১৯) ১৮ এস. সি. সি ৩০১ (বিহার রাজ্য বনাম বিহার মাধ্যমিক শিক্ষক সংগ্রাম কমিটি, মুঙ্গের)-এ** প্রকাশিত একটি সাম্প্রতিক রায়ে সুপ্রিম কোর্ট অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে নিম্নরূপ রায় দিয়েছেঃ

> ৮৭. "সমান কাজের জন্য সমান বেতন" মতবাদের প্রয়োগযোগ্যতা বিবেচনা করার জন্য, বিবেচনা করার মতো মৌলিক দিকগুলির মধ্যে একটি হল কর্তব্যের প্রকৃতি। শ্রী কপিল সিবাল এবং ডঃ এ. এম. সিংভি, পণ্ডিত প্রবীণ আইনজীবীদের দ্বারা যথাযথভাবে উপস্থাপিত হিসাবে, নিযোজীত শিক্ষকদের দ্বারা সম্পাদিত দায়িত্বের প্রকৃতি অবশ্যই সরকারী শিক্ষকদের দ্বারা সম্পাদিত কাজের মতো বা অনুরূপ। প্রকৃতপক্ষে, উভয় শ্রেণীর শিক্ষক একই বিদ্যালয়ে পড়ান এবং একই পাঠ্যক্রম পড়ান। ডঃ সিংভির জমা দেওয়া নির্দেশাবলী এবং তাঁর দেওয়া উদাহরণ স্পষ্টভাবে দেখায় যে, নিয়োজিত শিক্ষকদের দ্বারা সম্পাদিত দায়িত্ব ও দায়িত্বের প্রকৃতি সম্পর্কে কোনও পার্থক্য বা পার্থক্য নেই। কিছু নিয়োজিত শিক্ষক প্রধান শিক্ষক হিসাবেও কাজ করে চলেছেন। যাইহোক, ২০০৬ সালের নিয়মাবলী স্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, নিয়োজিত শিক্ষক নিয়োগের পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে ছিল যা

সরকারি শিক্ষকদের যে নিয়মে নিয়োগ করা হয়েছিল তার থেকে আলাদা। ২০০৬ সালের নিয়মে পঞ্চায়েত বা ব্লক স্তরের কর্মকর্তাদের নিয়ে গঠিত নির্বাচন কমিটি বিবেচনা করেছিল। নির্বাচনটি স্থানীয় স্তরেও হয়েছিল এবং বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশন বা স্কুল সিলেকশন বোর্ডের মাধ্যমে নয়। উচ্চ আদালতে দায়ের করা সম্পূরক পাল্টা হলফনামার ১৩ নং অনুচ্ছেদে রাজ্য কর্তৃক এই বিষয়ে যে পার্থক্য আনা হয়েছে তা স্পষ্টভাবে নিয়োগের পদ্ধতির পার্থক্যকে দেখায়। সুতরাং এটি স্পষ্ট যে নিয়োগের পদ্ধতি এবং নির্বাচনের মান আলাদা ছিল তবে নিয়োজীত শিক্ষকদের দ্বারা সম্পাদিত দায়িত্বের প্রকৃতি একেবারে অভিন্ন ছিল। শিক্ষকদের এই দুটি ধারার মধ্যে কি কোনও পার্থক্য থাকতে পারে। অতএব, আমরা এই পর্যায়ে "সমান কাজের জন্য সমান বেতন" মতবাদের বিকাশ এবং এটি কোনও যোগ্যতা বা ব্যতিক্রম স্বীকার করে কিনা তা দেখতে পারি।

১২. (২০০৬) ৪ এস. সি. সি ১ (সচিব, কর্ণাটক রাজ্য বনাম উমাদেবী (৩))-এ বর্ণিত রায়ে এটি নিম্নরূপ বলা হয়েছেঃ

"৪৮. তখন যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে, সংবিধানের ১৪ ও ১৬ অনুচ্ছেদের অধীনে এইভাবে নিযুক্ত কর্মচারীদের অধিকার লঙিঘত হয়েছে। বলা হয়েছে যে, রাজ্য ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম দামে কর্মচারীদের নিয়োগ করে এবং তাদের কাছ থেকে বেশ দীর্ঘ সময় ধরে কাজ আদায় করে অন্যায় আচরণ করেছে, সরাসরি নিয়োগপ্রাপ্ত যারা একই কাজ করার জন্য বেশি মজুরি বা বেতন পাচ্ছেন তাদের তুলনায়। আমাদের আগের কর্মচারীরা সংশ্লিষ্ট বিভাগে দৈনিক মজুরিতে নিযুক্ত ছিলেন যা তাদের জানানো হয়েছিল। এমন কোনও মামলা নেই যে সম্মত মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। যারা দৈনিক মজুরিতে কাজ করে তারা নিজেরাই একটি শ্রেণী গঠন করে, তারা দাবি করতে পারে না যে প্রাসঙ্গিক নিয়মের ভিত্তিতে যারা নিয়মিত নিয়োগ পেয়েছে তাদের বিরুদ্ধে বৈষম্য করা হয়েছে। দৈনিক মজুরির উপর কোনও কর্মসংস্থানের ভিত্তিতে এই দাবি করার কোনও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না যে এই জাতীয় কর্মচারীকে নিয়মিত নিয়োগপ্রাপ্ত প্রার্থীর সমতুল্য হিসাবে বিবেচনা করা উচিত এবং চাকরিতে স্থায়ী করা উচিত, এমনকি ধরে নেওয়া হয়েছে

> যে নীতিটি সমান কাজের জন্য সমান মজুরি দাবি করার জন্য আহ্বান করা যেতে পারে। যারা দৈনিক মজুরিতে বা অস্থায়ীভাবে বা চুক্তির ভিত্তিতে নিযুক্ত হয়েছেন তাদের মধ্যে এই দাবি করার কোনও মৌলিক অধিকার নেই যে তাদের চাকরিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার রয়েছে। এই আদালত যেমন বলেছে, তাদের কোনও পদের ধারক বলা যাবে না, যেহেতু, নিয়মিত নিয়োগ কেবল সংবিধানের ১৪ এবং ১৬ অনুচ্ছেদের প্রয়োজনীয়তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে করা যেতে পারে। দৈনিক মজুরিতে নিযুক্ত অন্যান্য কর্মচারীদের সাথে সমান আচরণের অধিকার, নিয়মিত নিযুক্তদের সাথে সমান আচরণের দাবিতে প্রসারিত করা যাবে না। এটি অসমতাপূর্ণদের সমান হিসাবে বিবেচনা করা হবে। প্রাসঙ্গিক নিয়োগের নিয়মের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের কখনও নির্বাচিত না করা হলেও চাকরিতে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার অধিকার দাবি করার উপর নির্ভর করা যায় না। তাই সংবিধানের ১৪ এবং ১৬ অনুচ্ছেদের উপর ভিত্তি করে যুক্তিগুলি বাতিল করা হয়েছে।

১৩ . (১৯৯২) ২ এস. সি. সি ২৯ (কর্ণাটক স্টেট প্রাইভেট কলেজ স্টপ-গ্যাপ লেকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন বনাম কর্ণাটক রাজ্য)-এ বর্ণিত রায়ের প্রাথমিক অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সুপ্রিম কোর্ট তিন মাস বা তার কম সময়ের জন্য অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত শিক্ষকদের একটি মামলা নিয়ে কাজ করছে, যা বেসরকারীভাবে পরিচালিত ডিগ্রি কলেজগুলি শতভাগ অনুদান পায়, যা কর্ণাটক রাজ্যের শিক্ষা বিভাগ দ্বারা প্রশাসনিক ও আর্থিকভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়। উক্ত রায়ের উক্ত রায়ের ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে যে, কর্ণাটক রাজ্যের শিক্ষা ও যুব সেবা বিভাগ কর্তৃক ৩রা অক্টোবর, ১৯৮১ তারিখে জারি করা এক আদেশ অনুসারে কলেজের ব্যবস্থাপনা কর্তৃক নিয়োগের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে অধিদপ্তরের অনুমোদনক্রমে ওই শিক্ষকদের তিন মাস বা তার কম সময়ের জন্য নিয়োগ করা হয়েছিল। উক্ত আদেশের ৫ নম্বর ধারা নীচে পুনরুত্পাদন করা হল:

> " ....."৫ কোনও কলেজে তিন মাস বা তার কম সময়ের জন্য যে কোনও নিয়োগ পরিচালনা পর্ষদের দ্বারা নিয়োগের তারিখ থেকে এক মাসের মধ্যে পরিচালকের অনুমোদন সাপেক্ষে বা পরিচালনা পর্ষদ আদেশ দ্বারা নির্দিষ্ট করতে পারে। তবে, এই ধরনের অস্থায়ী নিয়োগ আরও তিন মাসের বেশি সময়ের জন্য অব্যাহত থাকতে পারে, এক দিনের বিরতি সহ যখন নির্বাচন কমিটির মাধ্যমে নির্বাচন করতে সময় লাগতে পারে। পরিচালক লিখিতভাবে নথিভুক্ত হওয়ার কারণে উক্ত নিয়োগের অনুমোদন প্রত্যাখ্যান করতে পারেন এবং এইভাবে নিযুক্ত ব্যক্তির চাকরি অবিলম্বে বাতিল করা হবে।

১৪. আবেদনকারীদের মামলাটি এখানে ভিন্ন ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে আছে কারণ আবেদনকারীদের কোনও সরকারি আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে বা রাজ্য কর্তৃক অনুমোদিত কোনও পদের বিরুদ্ধে বা রাজ্যের অনুমোদনের ভিত্তিতে নিয়োগ করা হয়নি। অতএব, আবেদনকারীদের দ্বারা নির্ভর করা রায়গুলি তাদের পক্ষে কোনও সহায়তা প্রদান করতে পারে না। রাজ্যকে তার অনুমোদন ছাড়াই বা কোনও অনুমোদিত পদের বিরুদ্ধে নিযুক্ত কোনও কর্মচারীর বেতনের জন্য অর্থ প্রদান করতে বাধ্য করা যাবে না।

১৫. উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, আমি রিট আবেদনকারীদের দাবির মধ্যে কোনও যোগ্যতা খুঁজে পাই না। তবে, কলেজকে দ্বারা জারি করা ১৫.০৭.২০১৯ তারিখের বিজ্ঞপ্তি নম্বর ৩৯৯৮-F (P২)-এর আলোকে মেয়াদের নিরাপত্তা, যথাযথ বেতন এবং টার্মিনাল সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে আবেদনকারীদের পরিষেবার শর্ত উন্নত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বিবেচনা করা উচিত রাজ্যের অর্থ বিভাগ।

১৬. তদনুসারে, ২০২৩-এর ডব্লিউ. পি. এ. নম্বর ৬১৫৫,২০১৯-এর ডব্লিউ. পি. এ. নম্বর ৬৭২১,২০১৯-এর ডব্লিউ. পি. এ. নম্বর ২৩৯৮৯,২০১৯-এর ডব্লিউ. পি. এ. নম্বর ২৪১১০,২০১৯-এর ডব্লিউ. পি. এ. , ২০১৯-এর ডব্লিউ. পি. এ. নম্বর ২৪১১৪,২০১৯-এর ডব্লিউ. পি. এ. নম্বর ৬৭২২,২০১৯-এর ডব্লিউ. পি. এ. , ২০১৯-এর ডব্লিউ. পি. এ. নম্বর ৬৭২৪,২০১৯-এর ডব্লিউ. পি. এ. নম্বর ৬৭২৬ এবং ২০১৯-এর ডব্লিউ. পি. এ. নম্বর ৬৭২৭ নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১৭. এই রায়ের জরুরি প্রত্যয়িত ওয়েবসাইট অনুলিপি, যদি আবেদন করা হয়, তবে সমস্ত প্রয়োজনীয় মেনে চলা সাপেক্ষে পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে আনুষ্ঠানিকতা।

(বিচারপতি কৌশিক চন্দা)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly